

নৌকো চলে

ছবিতে পড়া



বী. সুতেয়েব

নৌকো চলে

ছবি ও গল্প
ভী. সূতয়েভ

একলবোর
প্রকাশন



নৌকো চলে

একটি চিত্র কাহিনী

ছবি ও গল্প : ভী. সুতেয়েভ

অনুবাদ : টুলটুল বিশ্বাস

'স্টোরিজ এণ্ড পিকচার্স' থেকে একটি চিত্র কাহিনী
প্রগতি প্রকাশন, মস্কোর সৌজন্যে ইংরাজী থেকে
অনুবাদিত এবং প্রকাশিত।

মানব সংসোধন বিকাশ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার ও
স্যার রতন টাটা ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত।

নভেম্বর, ২০০০/২০০০ কপি

মূল্য : ১০.০০ টাকা

প্রকাশক :

একলব্য,

ই-১/২৫, অরেরা কলোনী

ভোপাল-৪৬২ ০১৬ (ম.প্র.)

ভাণ্ডারী অফসেট প্রিন্টার্স, ভোপালে মুদ্রিত।

THE BOAT

A picture story

Text and illustrations - V. SUTEYEV

Translation - K. R. Sharma

From STORIES AND PICTURES

Progressive Publishers, MOSCOW

Published with the financial assistance from
Ministry of Human Resource Development,
Government of India and Sir Ratan Tata Trust.

December, 2000 / 1000 copies

Price : Rs.10.00

This book is also published in these languages - Hindi
Gujarati, Bangla, Telugu, Oriya, Chattesgarhi,
Marathi, Bundeli and English. total copies 30000

Published by:

EKLAVYA

E-1/25, Arera Colony

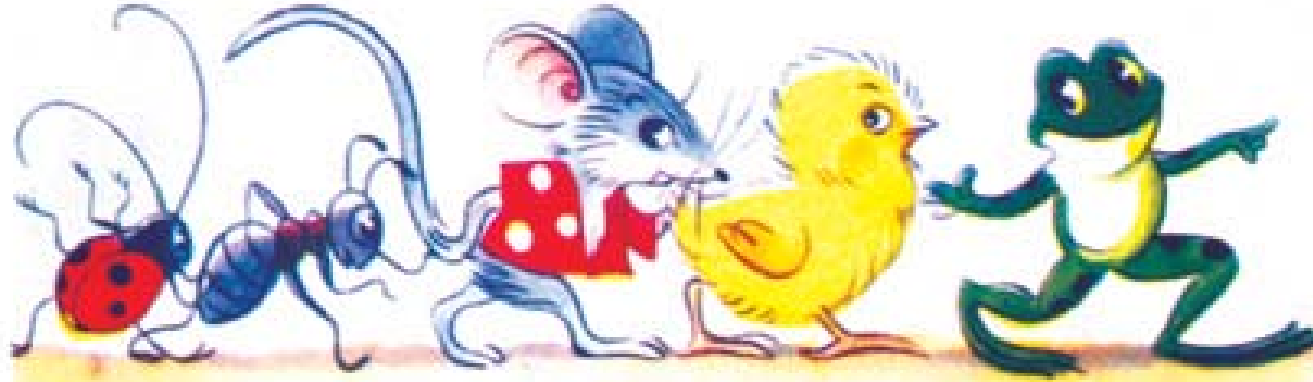
Bhopal - 462 016 (M.P.)

Phone (0755) 463380, Fax (0755) 461703

email : eklavyamp@vsnl.com

Printed at Bhandari Offset Printers, Bhopal.

নৌকো চলে



একটা ব্যাং, একটা মুরগী ছানা, একটা ইঁদূর, একটা পিপড়ে আর
একটা গুবরে পোকা, সবাই বেড়াতে বেরলো।

চলতে চলতে তারা একটা পুকুরের পাড়ে পৌঁছালো।

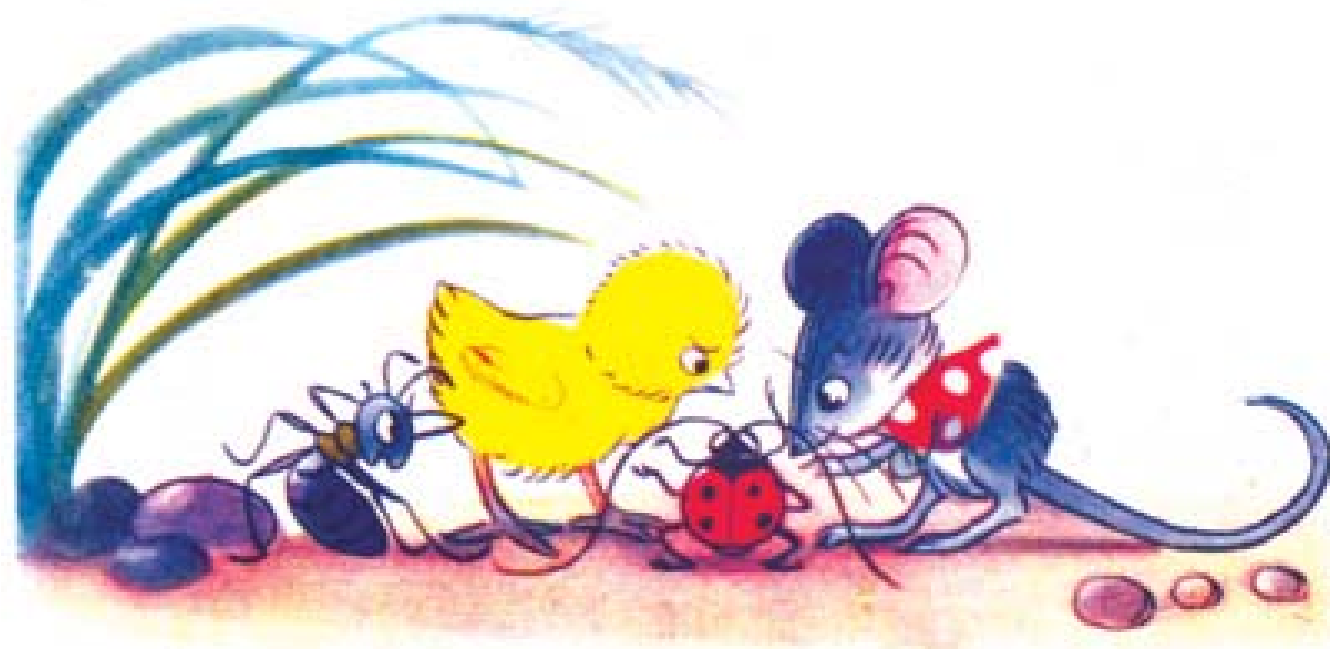


“চল সাঁতার কাটি” বলে ব্যাংটা জলে ঝাঁপ দিল।

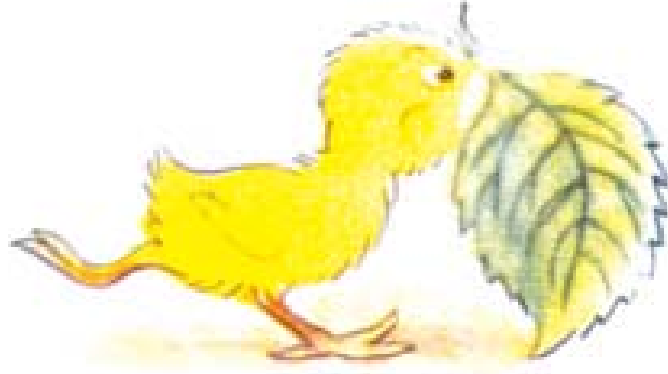


“কিন্তু আমরা তো সাঁতার জানিনা,” মুরগীছানা, ইঁদূর, পিপড়েও গুবরে পোকা বললো।

“টর্, টর্, টর্। তাহলে তোমাদের তো এখানে কোন কাজ নেই,” বলে ব্যাংটা হাসতে লাগলো। আর সে হাসতেই থাকলো। এত হাসলো যে ওর শ্বাস বন্ধ হতে লাগলো।



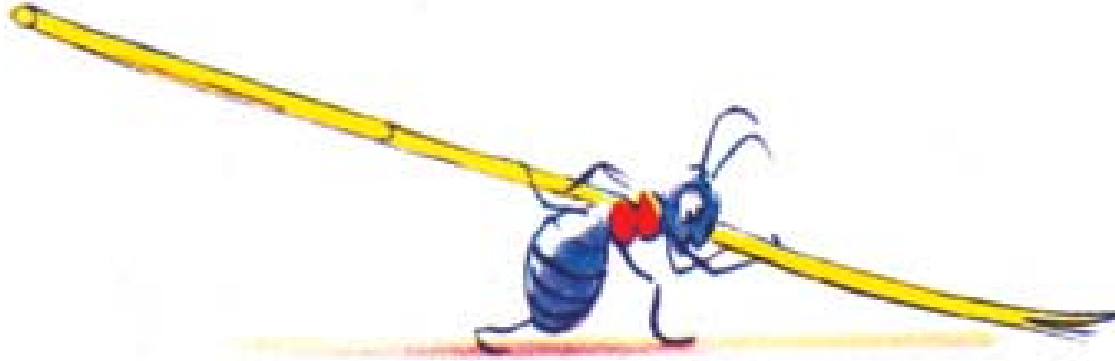
মুরগীছানা, ইঁদূর, পিপড়ে ও গুবরে পোকাকর খুব খারাপ লাগলো। ওরা কোনো উপায় ভাববার চেষ্টা করলো। ওরা ভাবতেই থাকলো, ভাবতেই থাকলো, ভাবতেই থাকলো। তারপর ওরা একটা উপায় বের করলো।



মুরগীছানা গেল আর শীঘ্রই একটা
পাতা নিয়ে এল।

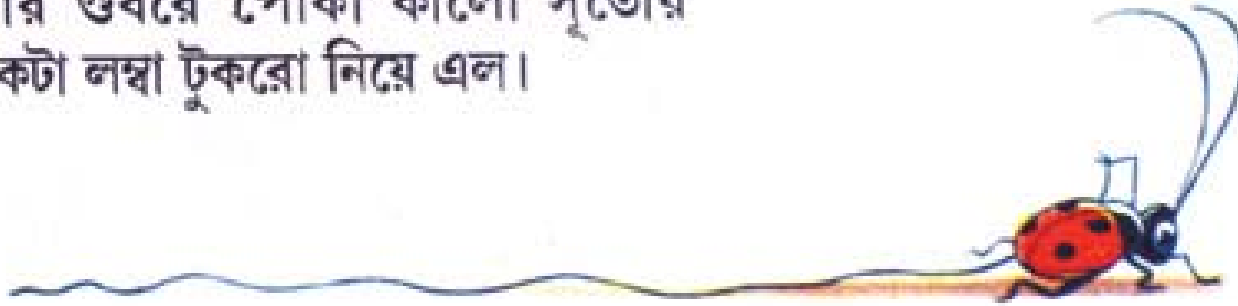
ইদুর একটা আখরোটের
খোলা নিয়ে এল।





পিপড়ে একটা খাগের কাঠি নিয়ে এল।

আর গুবরে পোকা কালো সূতোর
একটা লম্বা টুকরো নিয়ে এল।





তারপর সবাই মিলে কাজে লেগে গেল। ওরা খাগের কাঠিটাকে
আখরোটের খোলাতে আটকে দিলো। আরপাতাটাকে সূতো দিয়ে কাঠিতে
বেঁধে দিলো। এক মিনিটেই একটা সুন্দর নৌকো তৈরী হয়ে গেলো।



ওরা ওটাকে জলে ধাক্কা দিয়ে ওতে চড়ে বসলো।
আর চললো ওদের নৌকো।



ব্যাংটা জলের থেকে
মাথা বের করলো।

সে আবার হাসতেই
যাচ্ছিলো, কিন্তু
নৌকোটাতে
অনেক-অনেকদূরে
চলে গিয়েছিলো।

এতদূরে যে সে আর সেখান পর্যন্ত
পৌঁছাতেই পারতো না।



